কামরুল হাসান ফেরদৌসের কাব্যগ্রন্থ ১৬

ফুলের মেলায় কবি

কামরুল হাসান ফেরদৌস

কামরুল হাসান ফেরদৌসের কাব্যগ্রন্থ ১৬

ফুলের মেলায় কবি

রচনা	মোঃ কামরুল হাসান ফেরদৌস
রচনা কাল	অক্টোবর-নভেম্বর ২০২০
স্বত্ব	মোঃ কামরুল হাসান ফেরদৌস
ই-বই গ্রন্থনা	মোঃ কামরুল হাসান ফেরদৌস
গ্রন্থন কাল	নভেম্বর ২০২০
প্রচ্ছদ	মোঃ কামরুল হাসান ফেরদৌস
অলংকরণ	মোঃ কামরুল হাসান ফেরদৌস
কম্পোজ	মোঃ কামরুল হাসান ফেরদৌস

কাহাফের কাব্যগ্রন্থ ১৬: ফুলের মেলায় কবি

সূচিপত্র

কবিতাক্রম	কবিতার প্রথম চরণ/শিরোনাম	পৃষ্ঠা
কাহাফেক ১০৪৬:	কচুর পাতায় টলোমলো	০৭
কাহাফেক ১০৪৭:	শব্দে কবি জব্দ করেন	০৮
কাহাফেক ১০৪৮:	একেই বলে বদান্যতা	০৮
কাহাফেক ১০৪৯:	জন্ম যে এক বিশাল ব্যাপার	১০
কাহাফেক ১০৫০:	অন্যরা সব পঁচে পঁচুক	১১
কাহাফেক ১০৫১:	সুশীলের শীলকড়ে	১২
কাহাফেক ১০৫২:	স্বপ্নে দেখা সোনার হরিণ	১৩
কাহাফেক ১০৫৩:	হেমন্ত তোর কই হিমানী	১৫
কাহাফেক ১০৫৪:	নীল বেগুনী কত না ফুল	১৬
কাহাফেক ১০৫৫:	ধনীর কবর সান বাঁধানো	১৭
কাহাফেক ১০৫৬:	বন্ধু তুমি স্মৃতির পাতায়	১৮
কাহাফেক ১০৫৭:	আমার মনের ফুলবাগানে	১৮
কাহাফেক ১০৫৮:	নামের মাঝেই পরিচিতি	১৯
কাহাফেক ১০৫৯:	একা কবির যন্ত্রণাটা	২০
কাহাফেক ১০৬০:	নেই কিছু আর	২০
কাহাফেক ১০৬১:	আজকে কবির জন্ম দিবস	২১
কাহাফেক ১০৬২:	জীবন আমার তুল্য হবে	২১
কাহাফেক ১০৬৩:	মরি বাঁচি	২২
কাহাফেক ১০৬৪:	দিনপঞ্জির হিসেব মেনে	২২
কাহাফেক ১০৬৫:	পঞ্চ ডালের জীবন তরু	২৩
কাহাফেক ১০৬৬:	এই সারাটা জীবন আমার	২৪
কাহাফেক ১০৬৭:	এক্স আর ওয়াই	২৫
কাহাফেক ১০৬৮:	ঘুণপোকা খেয়ে গেছে	২৬
কাহাফেক ১০৬৯:	আজকে যারা নাও নি আমায়	২৭
কাহাফেক ১০৭০:	যদিও জানি না প্রিয়	২৭

কাহাফের কাব্যগ্রন্থ ১৬: ফুলের মেলায় কবি

কাহাফেক ১০৭১:	মনে পড়ে আজো সেই	২৮
কাহাফেক ১০৭২:	মায়ের মমতা মাখা	২৯
কাহাফেক ১০৭৩:	কবিমনের জলসা ঘরে	২৯
কাহাফেক ১০৭৪:	আধপেটা ভাত রোজ জুটে না	৩০
কাহাফেক ১০৭৫:	সময়ের নদীটায়	৩১
কাহাফেক ১০৭৬:	ধর্মে যিনি শিক্ষাগুরু	৩৩
কাহাফেক ১০৭৭:	খোদার বিচার ফাঁকি দিয়ে	৩৪
কাহাফেক ১০৭৮:	কাল করোনার গজব থেকে	৩৪
কাহাফেক ১০৭৯:	স্রষ্টা থাকে সৃষ্ট মাঝে	৩৫
কাহাফেক ১০৮০:	যে বন যাহার জন্মভূমি	৩৬
কাহাফেক ১০৮১:	গ্রামের হাটে সব হাটুরে	৩৭
কাহাফেক ১০৮২:	মনের মানুষ বলি কারে	৩৮
কাহাফেক ১০৮৩:	পোষাক ছাড়া পশুগুলো	৩৯
কাহাফেক ১০৮৪:	আজ কবিমন শংকা দোলায়	৪০
কাহাফেক ১০৮৫:	জ্ঞানী গুণীর হয় না কদর	৪১
কাহাফেক ১০৮৬:	ষাটে ত্রিশে বন্ধু হলে	৪১
কাহাফেক ১০৮৭:	নকলের ছড়াছড়ি	৪২
কাহাফেক ১০৮৮:	নেক নিয়তে আজো মোমেন	৪২
কাহাফেক ১০৮৯:	হাত গুটিয়ে আছি বসে	৪৩
কাহাফেক ১০৯০:	আজকে ভাবার দিন এসেছে	৪৪
কাহাফেক ১০৯১:	রক্তে যাহার বন্য পশু	৪৫
কাহাফেক ১০৯২:	জাতে মাতাল পাগল ছাগল	৪৬
কাহাফেক ১০৯৩:	বিশ্বাস ভেঙে গেলে	৪৭
কাহাফেক ১০৯৪:	বচনে অমৃতসুধা	৪৭
কাহাফেক ১০৯৫:	পশুর চেয়ে অধম বলে	৪৯
কাহাফেক ১০৯৬:	এ জনমে কবি তুমি	৫০

কাহাফের কাব্যগ্রন্থ ১৬: ফুলের মেলায় কবি

কাহাফেক ১০৯৭:	বিলুপ্ত বা লুপ্তপ্রায়	৫০
কাহাফেক ১০৯৮:	কবিতা কজন পড়ে	৫১
কাহাফেক ১০৯৯:	কাঁটার উপর গোলাপ ফুটে	৫১
কাহাফেক ১১০০:	ফুলের মেলায় কবি	৫২
কাহাফেক ১১০১:	কবিতা রয়েছে পড়ে	৫৩
কাহাফেক ১১০২:	নির্মল স্বাক্ষর-২	৫৪
কাহাফেক ১১০৩:	বিশ্ব ঘুরে বাঁচার তরে	৫৫
কাহাফেক ১১০৪:	নিরাপদ জনপদে	৫৬
কাহাফেক ১১০৫:	পেটের ক্ষুধায় ছিঁচকে চুরি	৫৭
কাহাফেক ১১০৬:	এ কার ছবি উঠলো ভেসে	৫৮
কাহাফেক ১১০৭:	নব্যধনীর গব্য মনে	৫৯
কাহাফেক ১১০৮:	বলছে মুখে ভালবাসা	৬০
কাহাফেক ১১০৯:	সময় এখন দুঃসময়ে	৬১
কাহাফেক ১১১০:	চমৎকার এ নয় কবিতা	৬২
কাহাফেক ১১১১:	কাজে কথায় মিল নেই	৬৩
কাহাফেক ১১১২:	ধরা পড়ার ভয় মনে তাই	৬৪
কাহাফেক ১১১৩:	থাকতে সময় করবো সবে	৬৫
কাহাফেক ১১১৪:	একটা চোরার এই কাহিনী	৬৬
কাহাফেক ১১১৫:	পর কে তোমার	৬৭
কাহাফেক ১১১৬:	ভালবাসি বলতে বলতে	৬৮
কাহাফেক ১১১৭:	মিষ্টি জলের ঝর্ণা তুমি	৬৮
কাহাফেক ১১১৮:	কারো মনে কষ্ট দিয়ে	৬৯
কাহাফেক ১১১৯:	পৃথিবীর বুকে কত যে মানুষ	৬৯
কাহাফেক ১১২০:	হতাশ কেন ও প্রেয়সী	৭০

কাহাফেক ১০৪৬:

কচুর পাতায় টলোমলো

কচুর পাতায় টলোমলো
জলের মুক্তো দানা
একটুখানি লাগলে টোকা
পড়বে ছলাৎ জানা।

তাই কবি কয় জীবন যেনো
কচু পাতার পানি
এই কচু যে খাদ্য প্রাণে
কতোই সেরা জানি।

কচুর পাতা কচুর লতা
কচুর ডগা মুখী
কচুর কান্ড সে প্রকান্ড
কচুতে প্রাণ সুখী।

কাহাফেক ১০৪৭:

শব্দে কবি জব্দ করেন

শব্দে কবি জব্দ করেন
বিভৎসতার ভয়াল রূপ
পচা শবের কলঙ্ক আর
নষ্ট জলের অন্ধ কূপ।

এরই মাঝে চাঁদও আছে
জোছনা আছে রাত্রিটার
স্বপ্নে দেখে ক্ষুধার শকুন
ব্যর্থ প্রেমে শব্দকার।

কাহাফেক ১০৪৮:

একেই বলে বদান্যতা

একেই বলে বদান্যতা
একেই বলে দান
এই দানেতে দোজাহানে
উচ্চ দাতার স্থান।

এমন বড়ো দানের নজির
হালে কমই আছে
যে দান পেয়ে হয় না যেতে
অন্য দাতার কাছে।

অন্ন দানে এক বেলা যায়
বস্ত্রদানে সাল
ঘর দানে সে বসত করে
সুখে জীবনকাল।

ঘরহীনের ঘর পেলো আজ
যাদের মহান দানে
স্বর্গে তাদের ঘর বাঁধা হোক
দানের প্রতিদানে।

এমন দানে পড়ুক সারা
সকল ধনীর মনে
ঘর পেয়ে যাক ঘরহারা সব
গরীব দুঃখী জনে।

কাহাফেক ১০৪৯:

জন্ম যে এক বিশাল ব্যাপার

জন্ম যে এক বিশাল ব্যাপার
জীবন যবে সূত্রপাত
বছর ঘুরে আসলো সে দিন
ফিরে দেখার নেত্রপাত।

এই সুদিনে বন্ধু স্বজন
শুভার্থীগণ যে যেথায়
ভালবাসোর মানুষটিকে
ভাসায় প্রীতি শুভেচ্ছায়।

হয়তো দেখা হয়নি কভু
মিত্র তবু ফেসবুকে
সেই সুবাদে রইলো প্রীতি
কাটুক সকল দিন সুখে।

কাহাফেক ১০৫০:

অন্যরা সব পচে পচুক

অন্যরা সব পচে পচুক
বৃক্ষ তুমি পচোনা
বিষ বাতাশে নাচুক সবাই
বৃক্ষ তুমি নেচো না।

তোমার পাতায় ফল ফসলে
প্রাণী বাঁচায় প্রাণ
নির্বিচারে তারাই তোমায়
করে অপমান।

তাই বুঝি আজ বিমর্ষতায়
হচ্ছো তুমি ম্লান
পচন মারী মৃত্যু পথে
চাচ্ছো অবসান !

বৃক্ষ তুমি নিজেই যদি
শুদ্ধতা দাও বলি
প্রাণ জগতে লাগবে মড়ক
মরবে রে সকলি !

বৃক্ষ তুমি সুশীল সবুজ
অবুঝ বাকি সব
বাঁচলে তুমি থাকবে তবে
প্রাণের কলরব।

বৃক্ষ তোমায় যতোই কাটুক
যতোই ভাঙুক ডাল
সগৌরবে যাও বিকশি
সবুজ চিরকাল।

কাহাফেক ১০৫১:

সুশীলের শীলকড়ে

সুশীলের শীলকড়ে
গাছে শিলাবৃষ্টি
ঝুলে করে উল্লুক
ফষ্টি ও নষ্টি ।

ডাল ভেঙে ছাল তুলে
পাতা ফুল মুড়িয়ে
লতা কান টেনে মাথা
আনে গলা ঘুড়িয়ে।

গাছটার প্রাণ নিতে
বিষ ঢেলে গোড়াতে
কুড়ুলের কোপে করি
খড়ি নেয় পুড়াতে।

বনেদি এ গাছ বুঝি
হলো ছাড়খার
আরকি সবুজ আছে
ঘুরে দাঁড়াবার!

কাহাফেক ১০৫২:

স্বপ্নে দেখা সোনার হরিণ

স্বপ্নে দেখা সোনার হরিণ
চলছে অলীক ঠিকানায়
ধরতে গেলে যায় না ধরা
নিজকে ঢাকে কুয়াশায়।

বিষন্নতা সংগী করে
চলছে যে এই জীবন রথ
পথটা কোথা তালাশ বৃথা
সামনে অসীম ছায়াপথ।

কতো মরুর তপ্ত বালু
পুড়ালো এই জিপসি মন
কতো মরুর মরীচিকা
করল আমায় প্রবঞ্চন।

কাল কুয়াশায় পড়লো ঢাকা
ভালোবাসার গল্প ফুল
ঝরা পাতার অশ্রু ফোঁটা
ঢাকলো চাঁদের রূপ অতুল।

ফেরার কোন পথ না দেখি
টানছে শুধু যাবার সুর
চলছি ছুটে নিশির ঘোরে
দূর বহুদূর অচিনপুর।

কাহাফেক ১০৫৩:

হেমন্ত তোর কই হিমানী

হেমন্ত তোর কই হিমানী
কই বা চারু হেম
এক বিরহী রাধা অধীর
কই বা প্রিয় শ্যাম !

ঘোরলাগা এক বনের পথে
চলছে ভীরু চরণ
পথ দেখিয়ে নিচ্ছে মায়া
জীবন থেকে মরণ।

সামনে শুধু ধাইছে পথিক
অনন্ত সে যাওয়া
ফেরার পথটি রোধি মরণ
করছে পিছু ধাওয়া।

আজ না আনুক হেমন্ত ঠিক
আনবে কাল-ই শীত
থাকবে পড়ে পথেই শুধু
রাই বিরহীর গীত।

কাহাফেক ১০৫৪:

নীল বেগুনী কত না ফুল

নীল বেগুনী কত না ফুল
ফুটে আছে প্রতীক্ষায়
রাত কেটে ভোর ছড়ায় আলো
আসবে তুমি সেই আশায়।

তোমার আসার আশায় কবি
রাত্রি কাটায় জাগরণে
এই ভোরে ফুল ফুটিয়ে রাখে
নিজের গড়া কুঞ্জবনে।

প্রত্যাশাতে রাত কেটে যায়
যাচ্ছে কেটে স্নিগ্ধ ভোর
এলে না হায় আসবে কখন
করবে মুখর হৃদয়পুর ?

কাহাফেক ১০৫৫:

ধনীর কবর সান বাঁধানো

ধনীর কবর সান বাঁধানো
শ্বেত পাথরে নাম খোদাই
দীনের কবর ঘাসের মাটি
কোথাও কোন চিহ্ন নাই।

ধনীর কবর গিলাফ ঢাকা
জ্বলে প্রদীপ ধূপকাটি
দীনের কবর নিরিবিলি
কবরগাহে শ্রেফ মাটি।

বাইরে এসব বিভেদ দেখি
ভিতরে লাশ শুধুই আজ
নেই ভেদাভেদ ধনী গরীব
মাটির আসন তখতে তাজ।

কাহাফেক ১০৫৬:

বন্ধু তুমি স্মৃতির পাতায়

বন্ধু তুমি স্মৃতির পাতায়
স্বর্ণলিপির উজল নাম
ভালো থেকো অনন্তকাল
অপর পাড়ে স্বর্গধাম।

কাহাফেক ১০৫৭:

আলী হোসেন চৌধুরী

(কবি আলী হোসেন চৌধুরীর নামের অক্ষরগুলো দিয়ে)

আমার মনের ফুলবাগানে
লীলাময়ের আজব ফুল
হোমানলে জ্বলছে সদা
সেখানে এক রূপ অতুল।

নতুন আশার সুর্যোদয়ে
চৌদিকে আজ আলোকময়
ধুম্রছায়া দুঃখ কে দেখে
রীতিই দেখা আলোর জয়।

কাহাফেক ১০৫৮:

নাজমূল

(বন্ধু নাজমূল এর নামের অক্ষরগুলো দিয়ে)

নামের মাঝেই পরিচিতি
নামেই ভালো মন্দ
জয়ের মালা নামীর মনে
আনে সুখানন্দ ।

মূল্য কী তার তুল্য কে তার
নামেতে যায় চেনা
লক্ষ্য গুণীর গুণ মহিমায়
সুনাম ও যশ কেনা।

কাহাফেক ১০৫৯:

একা কবির যন্ত্রণাটা

একা কবির যন্ত্রণাটা
কেউ বুঝে না চরাচরে
জনারণ্যে একা কবি
বিষন্নতায় পুড়ে মরে।

একা যে তার ভাবনাবিলাস
একানগর বাস করে
একা থাকার প্রহরগুলোও
তাকে উপহাস করে।

কাহাফেক ১০৬০:

নেই কিছু আর

নেই কিছু আর নেই যে কেহ
তাই তো বলি একা
তাও একাকীর সময়টাতে
পাষাণী দেয় দেখা ।

সঙ্গী হতে আসে না সে
রঙ্গ শেষে মিলায়
কেটে দিয়ে যায় সে হৃদয়
গায়েবি বিষ কাঁটায়।

কাহাফেক ১০৬১:

আজকে কবির জন্ম দিবস

আজকে কবির জন্ম দিবস
প্রকৃতি প্রেম যার বুকে
জন্মদিনে রইলো প্রীতি
কাটুক সকল দিন সুখে।

আপন কৃতি সম্ভারে যার
জীবন তরি ভরলো পুরো
জন্মদিনে নতুন করে
হোক চলা পথ আবার শুরু।

কাহাফেক ১০৬২:

জীবন আমার তুল্য হবে

জীবন আমার তুল্য হবে
মূল্যমানে পশুর প্রায়
যদি না রয় মানবতা
যুক্ত আমার এ স্বত্ত্বায়।

মানুষ হয়ে থাকলে মজে
পশুর মতো গড্ডালিকায়
মানুষ বলে বলবে না কেউ
বাস করলেও অট্টালিকায়।

কাহাফেক ১০৬৩:

মরি বাঁচি

মরি বাঁচি যায় আসে না কারো
তাগিদ শুধু কাজ করে যাও আরো।
কাজ করাতে ফকির কতো করে
কাজ ফুড়ালে লাথি মেরে দূর করে।

কাহাফেক ১০৬০৪

দিনপঞ্জির হিসেব মেনে

দিনপঞ্জির হিসেব মেনে
গাছে আসে ফল ফসল
দিন যে আমার ফুরিয়ে গেলো
হয়নি জীবন বৃক্ষে ফল।

কাহাফেক ১০৬৫:

পঞ্চ ডালের জীবন তরু

পঞ্চ ডালের জীবন তরু
চতুর্ভূজের ক্ষেত্রে ফলে
মস্তবড় প্রশ্নবোধক
রয়েছে তাঁর মর্মমুলে।

ডানে কালো বাঁয়ে কালো
গভীর কালো সীমাহীন
সেই কালো প্রশ্ন কেবল
আশায় থাকে জবাবহীন।

কাহাফেক ১০৬০:

এই সারাটা জীবন আমার

এই সারাটা জীবন আমার
ঝাপসা মেঘের জল
দৃষ্টি আমার ঘোর প্রতারক
করছে শুধু ছল।

দেখেও বলে দেখছি না তো
না দেখে কয় দেখি
মরা মাছের দৃষ্টি চোখে
পলকহারা মেকি।

বুকের উপর কান্নাভেজা
মেঘ জমে হয় শিলা
মেঘ চাপাতে মৃত্যুবরণ
এই তো জীবনলীলা।

কাহাফেক ১০৬৭:

এক্স আর ওয়াই তারা

এক্স আর ওয়াই তারা
কদু আর লাউ
মনোভাবে সখা নয়
দুটি মেড কাউ।

ওয়াই আর এক্স তারা
লাউ আর কদু
বিষঝরা দুটি সাপ
ঝরাবে কী মধু?

কে তাদের জয় পেল
আমাদের তা কী?
ভালো নয় মন্দের
শংকায় থাকি।

কাহাফেক ১০৬৮:

ঘুণপোকা খেয়ে গেছে

ঘুণপোকা খেয়ে গেছে
ঘিলুটুকু সব
খুলি নিয়ে ধুলি খেলে
করি উৎসব।

উই পোকা খেয়ে গেছে
সোলেমানি লাঠি
মাটি হয়ে গেছি রয়ে
তবু পরিপাটি।

চুপি চুপি তরি নিয়ে
ঘাটে এসে দূত
কানে কানে বলে গেলো
এই বেলা উঠ!

কাহাফেক ১০৬৯:

আজকে যারা নাও নি আমায়

আজকে যারা নাও নি আমায়
কাল তোমাদের ভাংবে ভুল
শুধরে নেবার কাল হারিয়ে
আফসোসে নিজ ছঁড়বে চুল।

ডাকলে তখন আর যাব না
যাবার সময় থাকে কী আর ?
আমায় শুধু হারাও নি যে
হারিয়েছো সেই দিনও আমার।

কাহাফেক ১০৭০:

যদিও জানি না প্রিয়

যদিও জানি না প্রিয়
নদীটির নাম
অনামী নামেই তারে
হৃদয়ে নিলাম ।

কত না তালাশে তারে
হাজারো হৃদয়
তবুও প্রাকাশে তার
হয় না সময়।

কাহাফেক ১০৭১:

মনে পড়ে আজো সেই

মনে পড়ে আজো সেই
স্মৃতিময় দিন
মায়াময় সবুজের
ধারা বাঁধাহীন।

সরলের সজীবতা
হৃদে বিকশিত
সাথে ছিল ছেদহীন
স্নেহ অবিরত ।

আজো সেই দিনমণি
বিভাসিত দূরে
প্রেরণার আলো হয়ে
নিশিদিন ঝরে।

কাহাফেক ১০৭২:

মায়ের মমতা মাখা

মায়ের মমতা মাখা সকল সৃজন
প্রীতিসুধা গীতিময় হৃদে সাধু পণ
সরলতা মানবতা সুনীতি বিকাশ
হয় যেনো চিরদিন এ আমার আশ।

কাহাফেক ১০৭৩:

কবিমনের জলসা ঘরে

কবিমনের জলসা ঘরে
ময়ুর সিংহাসন
সসম্মানে আজো সেথা
শিক্ষাগুরুগণ।

কবিকিশোর বয়েসী আজ
বেড়ান বিশ্বময়
বেড়ায় সাথে শিশুকালের
শিক্ষা সমুচ্চয়।

বাইরে দেখি একটি মানুষ
ভেতরে দশজন
দশ কারিগর মিলে গঠন
করেন কবিমন।

কাহাফেক ১০৭৪:

আধপেটা ভাত রোজ জুটে না

আধপেটা ভাত রোজ জুটে না
পুষ্টি খাবার যাক চুলায়
গতর ঢাকার কাপড় ছেঁড়া
ভদ্র পোষাক পায় কোথায় ?

ছেঁড়া কাঁথা শীতের সাথী
রোগ ব্যাধিতে ওষুধ নাই
গাঁয়ের গরীব চাষার জীবন
চিত্র যে তাঁর এমনটাই।

কাহাফেক ১০৭৫:

সময়ের নদীটায়

সময়ের নদীটায়
কতো জল গড়ালো
কতো ফুল কতো বনে
কতো সুধা ছড়ালো !

কতো পাখি কতো গানে
কতো প্রাণ ভরালো
কতো কবি কতো মন
কতো প্রেমে জড়ালো!

সময়ের ধারাপাতে
কতো আঁক গণিতে
কতো প্রাণ হলো গত
কতো দেহ শোণিতে!

কতো খাল বিল ঝিল
ভরে গেলো মাটিতে
কতো রণ অঘটন
হলো কতো ঘাঁটিতে!

সময়ের চাকাটায়
হলো কতো ঘুর্ণন
কতো মাটি হতে শিলা
কতো হলো চূর্ণন !

কতো গিরি হলো খাদ
কতো ক্ষিতি হারিয়ে
কতো প্রজা হলো রাজা
কতো রাজা তাড়িয়ে!

কতো উঁচু নীচু হলো
কতো নীচু উঁচু
কতো বড়ো হেকমত
বুঝি কী তা কিছু ?

কাহাফেক ১০৭৬:

ধর্মে যিনি শিক্ষাগুরু

ধর্মে যিনি শিক্ষাগুরু
তাকেই বলি পীর
এই দুনিয়ায় সেরা মানুষ
উচ্চ যে তাঁর শির ।

পীর না হলে সুশিক্ষিত
সুস্থ জ্ঞানী গুণী
সুশিক্ষাটা দেবেন তবে
কেমন করে তিনি।

ন্যাংটা বাবা পাগলা বাবা
গাঁজা বাবার দল
বোকার দেশে পীরের বেশে
করে নানান ছল।

ধর্মগুরু নয়তো ওরা
ধর্ম বেচার বেনে
মুরীদ ধরে গোমরাহ করে
নরকে নেয় টেনে।

কাহাফেক ১০৭৭:

খোদার বিচার ফাঁকি দিয়ে

খোদার বিচার ফাঁকি দিয়ে
উৎরে যাবে ভাবলে কী ?
জোব্বা পড়ে মোল্লা সেজে
পার পাওয়া যায় চাইলে কী?

অন্য কারো হক মারে যে
তার ইবাদত সব বিনাশ;
হারাম খেয়ে করলে জিকির
ফল হবে তার দোযখ বাস ।

কাহাফেক ১০৭৮:

কাল করোনার গজব থেকে

কাল করোনার গজব থেকে
শিক্ষা নিতে করলে ভুল
দিন আখেরে জীবন বৃথা
লাভ হবে না ছিঁড়লে চুল।

গরুর মুখের টোনা এখন
মুখে বেঁধে ঘুরতে হয়
হায় উদাসি! দেখবো তখন
গরুর রশি গলায় রয় !

আমরা মানুষ সদাচরণ
করা উচিৎ করবো তা
স্বাস্থ্যবিধি জীবনবিধি
মানবো চাইলে সুস্থতা।

কাহাফেক ১০৭৯:

স্রষ্টা থাকে সৃষ্ট মাঝে

স্রষ্টা থাকে সৃষ্ট মাঝে
বিলীন হয়ে অলক্ষ্যে
ভ্রষ্ট পাপী নেয় ছিনিয়ে
জয়ের মালা স্বপক্ষে।

খেটে মরে অষ্ট প্রহর
শ্রমিক চাষা মুটে মুজুর
তাদের শ্রমের অর্জনে হয়
হৃষ্ট পুষ্ট বড় হুজুর।

কাহাফেক ১০৮০:

যে বন যাহার জন্মভূমি

যে বন যাহার জন্মভূমি
সে বন তাহার স্বর্গ স্বপন
বনের পশু তাইতো তাহার
স্বপ্নটা হয় পশুর মতোন।

মরুর দেশে জন্ম যাহার
মরুই তাহার স্বর্গ সমান
মরুর বালির অন্তরে তাই
স্বর্গ যেনো বালির দালান।

বাংলা আমার জন্মভূমি
স্বর্গ আমার তাইতো শ্যামল
বাংলা আমার স্বর্গ নিবাস
স্বপ্ন রঙিন এর কাদাজল।

কাহাফেক ১০৮১:

গ্রামের হাটে সব হাটুরে

গ্রামের হাটে সব হাটুরে
পরস্পরের চেনা
হাট যেনো নয় মিলন মেলা
মনের বেচা কেনা।

যার যা আছে বেচার মতো
বেচতে নিয়ে আসে
যার যাহা নেই খুব প্রয়োজন
আসে কেনার আশে।

কিন্তু এ কি ! বেচতে গেলে
পায় না উচিৎ দাম
কিনতে গেলে দামের আঁচে
ঝরে গায়ের ঘাম।

পণ্য বেচা-কেনায় তারা
যদিও পায় না সুখ
মনের বেচা কেনায় তাদের
নেয় পুষিয়ে দুঃখ ।

কাহাফেক ১০৮২:

মনের মানুষ বলি কারে

মনের মানুষ বলি কারে
শুধুই মিলন মনে মনে ?
মনের মানুষ যায় কি বলা
পালিয়ে গেলে প্রয়োজনে ?

মনটা কেমন মানুষটা কে
চিনতে পারি বিপদ এলে ।
মনের মানুষ সে ছিলো না
যে পালালো তোমায় ফেলে।

কাহাফেক ১০৮৩:

পোষাক ছাড়া পশুগুলো

পোষাক ছাড়া পশুগুলো
উদোম গায়েও ন্যাংটা নয়
নরপশুর মতো তারা
জঘন্য ও নোংরা নয়।

পশুর মাঝে যায় না দেখা
নিজ প্রজাতির সাথে রণ
মানুষপশু মানুষ মারে
করে জুলুম নির্যাতন।

মানব কায়ার ভেতর কিছু
ছদ্মবেশী দানব থাকে
কেমন করে বলবো মানুষ
ফেললে চিনে দানবটাকে ?

কাহাফেক ১০৮৪:

আজ কবিমন শংকা দোলায়

আজ কবিমন শংকা দোলায়
পাতা ঝরার শব্দে কাঁপে
ঝরে পড়া কতো নিকট
আপন মনে সময় মাপে।

যে পথ কবি যাচ্ছো মেপে
ফেরার কোন উপায় নেই
জানো বলেই বলছি শোনো
ভাবার কোন কারণ নেই।

যাচ্ছো তুমি যাচ্ছে সাথে
তোমার চেনা জগতটাও
এই সফরের সবাই সাথী
বাহন সবার এক-ই নাও।

কাহাফেক ১০৮৫:

জ্ঞানী গুণীর হয় না কদর

জ্ঞানী গুণীর হয় না কদর
আদর যেথা সন্ত্রাসীর
নবীন সেথা আগ্রাসী হয়
পথটি ধরে নষ্টামির।

কাহাফেক ১০৮৬:

ষাটে ত্রিশে বন্ধু হলে

ষাটে ত্রিশে বন্ধু হলে
সবাই ভালো বলে
অসমতায় শাদী হলে
ঘরে আগুন জ্বলে।

কাহাফেক ১০৮৭:

নকলের ছড়াছড়ি

নকলের ছড়াছড়ি সয়লাব নকলে
চারিদিকে হাহাকার নকলের ধকলে।
নকলের কারসাজি ছায়াবাজি খেলা
আসলের প্রাণ মান রাখা বড়ো ঠেলা।
নকলে বিকল হলো আসলের চাকা
নকলে আসল তাই কাবু হয়ে থাকা।

কাহাফেক ১০৮৮:

নেক নিয়তে আজো মোমেন

নেক নিয়তে আজো মোমেন
ঈমান রেখে তাজা
কম ইবাদত হলেও তুমি
হবে নেকির রাজা।
ইবাদতের পাহাড় ধ্বসে
নিয়ত হলে মেকি
লোক ঠকানো ইবাদতে
শূন্য হবে নেকি।

কাহাফেক ১০৮৯:

হাত গুটিয়ে আছি বসে

হাত গুটিয়ে আছি বসে
জন্ম যেথা সেই কুঁয়ায়
ভাগ্য খোঁজার আগ্রহ নেই
মরছি পঁচে রোগ জড়ায়।

আমতলাতে থাকলে পড়ে
থাকবে পঁচে আমগুলি
থাকবো না আর বদ্ধ ঘরে
আসুন সবাই রব তুলি।

শ্রমের সাথে মেধা নিয়ে
ছড়িয়ে পড়ি বিশ্বময়
দেখবো তবে বাংলাদেশী
করছি নিখিল বিশ্বজয়।

কাহাফেক ১০৯০:

আজকে ভাবার দিন এসেছে

আজকে ভাবার দিন এসেছে
ভেবে দেখুন ভাই সকল
রান্নাঘরে ঝরবে কেন
শুধুই নারীর চোখের জল?

পরিবারের রান্না কেন
কেবল নারীর একার কাজ
পুরূষ এসে সহায় হতে
এতোই কেন হবে লাজ ?

চাকরি ব্যবসা কৃষিকাজে
সেবায় কলে-কারখানায়
নারী পুরূষ সমান হলে
সাম্য আসবে এই ধরায়।

কাহাফেক ১০৯১:

রক্তে যাহার বন্য পশু

রক্তে যাহার বন্য পশু
জংলী যাহার আচরণ
প্রত্যাশা তার কাছে কেন
মর্যাদাময় সম্ভাষণ!

জানিই যদি ইতর সেজন
রাখবো দূরে উপেক্ষায়,
অধির হয়ে থাকি কেন
সেই অধমের অপেক্ষায়!

কাহাফেক ১০৯২:

জাতে মাতাল পাগল ছাগল

জাতে মাতাল পাগল ছাগল
তালে যে ঠিক ষোল আনা
স্বার্থ লাভের পাগল তারা
বেতাল রেখে দুনিয়াখানা।

ছাগল যেমন সব কিছু খায়
জিবের ডগায় ধরিয়ে দিলে
মনের মাঝে ইচ্ছে তাদের
বিশ্বটাকেই ফেলতে গিলে।

পাগল যেমন সব কিছু কয়
আগল ছাড়া জিবটা নেড়ে
ইচ্ছে তাদের বিশ্বটাকে
উড়িয়ে দেবে কথার তোড়ে।

সাবাস বলি কাল করোনা
দেখিয়ে দিলো ওদের ফাঁকি
স্রেফ যে ওরা পাগল ছাগল
জানতে যে আর রয় না বাঁকি।

কাহাফেক ১০৯৩:

বিশ্বাস ভেঙে গেলে

বিশ্বাস ভেঙে গেলে
ভেঙে যায় আশা
ভেঙে যায় সনাতন
এতটুকু বাসা।

আঁখিজলে স্থিত হয়
নতুন পিপাসা
ভাঙনের পাড়ে খুঁজে
হত ভালবাসা।

কাহাফেক ১০৯৪:

বচনে অমৃতসুধা

বচনে অমৃতসুধা
ঢেলে কবিবর
ছড়াও অমূল্য শ্লোক
বিশ্ব চরাচর।

নিকসিত বাণী তব
হৃদে উৎসরিত
পরম সন্তোষে মোর
চিত্ত হলো প্রীত।

হলো মনে বোধোদয়
আর নেই কাল
যথাশীঘ্র হতে হবে
মাণিক্য প্রবাল।

স্বার্থ ভুলে শুদ্ধ ফুলে
সাজাবো বাগিচা
সুনীতির রেতী দিয়ে
সারাবো মরিচা।

শ্লোকার্থ হৃদয়ে ধরি
হবো পুণ্যশ্লোক
পরার্থে বিলিয়ে আত্ম
নিবো স্বর্গসুখ।

কাহাফেক ১০৯৫:

পশুর চেয়ে অধম বলে

পশুর চেয়ে অধম বলে
করছো কাকে সম্বোধন !
সবার ভেতর পশু থাকে
ঢেকে নিজের পাশব মন।

মানব কায়ার ছদ্মবেশে
ঘুরে বেড়ায় পশ্যাধম;
সুযোগ পেলে পশুর থাবা
হয় স্বজাতির জন্য যম।

আমি তুমি সবাই পশু
মানবতার চর্চ্চা বিনে;
আত্মীয় পর নয় পরিচয়
এসো হে নিই মানুষ চিনে।

কাহাফেক ১০৯৬:

এ জনমে কবিই তুমি

এ জনমে কবিই তুমি
আর জনমেও তাই হবে
প্রেম বিরহ দ্রোহের কথা
বলবে চিত্ত বৈভবে।

এ জনমে কবিই তুমি
আর জনমেও থাকবে তাই
কান্না হাসি স্বপ্ন আশা
থাকবে হৃদে রাই কানাই।

কাহাফেক ১০৯৭:

বিলুপ্তির পথে দ্রুত ধাবমান

বিলুপ্তির পথে দ্রুত ধাবমান
ধানের বেদনা বুকে
সনাতন চাষীর মন কেঁদে উঠে,
উফশীর দাপুটে আগ্রাসন
মাটি করে তামা
ধরণীর সবটুকু প্রাণ নেয় লুটে।

কাহাফেক ১০৯৮:

কবিতা কজন পড়ে

কবিতা কজন পড়ে
শুধু দেখে বাঁকা নয়নে
তবু কবি সুখ পায় মনে
কবিতার কথা চয়নে।

কবি তার কবিতার প্রেমে
দিবানিশি থাকে যুক্ত
একটি কবিতা একটি কপোত
নীলাকাশে যেনো মুক্ত।

কাহাফেক ১০৯৯:

কাঁটার উপর গোলাপ ফুটে

কাঁটার উপর গোলাপ ফুটে
কষ্ট নিয়ে বুকে
তাইতো তারে কয় বিজয়ী
বিশ্বভরা লোকে।

কাহাফেক ১১০০:

ফুলের মেলায় কবি

ফুলের মেলায় ফুলের কবি
হৃদয় চির বসন্ত
তাঁর কাননের পুষ্প রঙিন
ছড়ায় জ্যোতি অনন্ত।

সরল শোভায় বিমল দ্যুতি
কাব্যলোকের দিগন্ত
রোকজু কবির হৃদয় জুড়ে
রক্ত গোলাপ ফুটন্ত ।

তাঁর কবিতার ভাঁজে ভাঁজে
জীবন খুঁজে সান্তনা
সরল পথে সহজ হতে
পাই যে তাতে মন্ত্রণা ।

তাই জুটেছি অনুজ কবি
রোকজু কবির পুষ্পধাম
হে বিজয়ী ফুলের কবি
নাও হৃদয়ের খাস প্রণাম।

কাহাফেক ১১০১:

কবিতা রয়েছে পড়ে

কবিতা রয়েছে পড়ে
দেখো নি তো কেউ
বুঝো নি প্রবল কতো
সাগরের ঢেউ।

যে ফুল দেখো নি শুঁখে
বুঝিবে কী ঘ্রাণ
ঈক্ষা বিহনে শিক্ষা
সকলি তো ম্লান ।

কাহাফেক ১১০২:

নির্মল স্বাক্ষর-২

আজকে আবার তাকিয়ে দেখি
সরল বাঁকার দিকে
খাম্বা যেনো করছে আড়াল
চালাক বাঁকাটিকে ।

চালাক বাঁকা খেক শিয়ালি
করছো তুমি কী?
মুরগী ধরার মওকা পেতে
আড়াল হয়েছি।

এই শুনো মোর সরু মুখে
হক্কা হুয়া ডাক
মুরগী খাবার আনন্দে লেজ
দিয়েছে তিন পাক।

কাহাফেক ১১০৩:

বিশ্ব ঘুরে বাঁচার তরে

বিশ্ব ঘুরে বাঁচার তরে
বিত্ত তালাশ মত্ততায়
হয় নি দেখা জানলা খুলে
নিবিড় করে হায় তোমায়।

আজকে যখন ইচ্ছে প্রবল
তোমার দুটি হাত ধরি
আর কারো নয় তোমার হবো
দেখবো তোমায় প্রাণ ভরি;

হায় তখনি বিষাদ ছায়া
চিত্তে এসে করলো ভর
যে দেশ হতে যায় না ফেরা
বাঁধতে হবে সেথায় ঘর।

এই যে আকাশ এই যে সাগর
এই যে মাটি প্রাণের টান
কোথায় রেখে কেমন করে
ছাড়বো মায়ার মহাস্থান?

কাহাফেক ১১০৪:

নিরাপদ জনপদে

নিরাপদ জনপদে
পেটে যদি থাকে ভাত
দিনে কাজ রাতে ঘুম
শুভদিন সুপ্রভাত।

ভুখা পেটে সুখ নাই
রজনীতে ঘুম নাই।
সন্ধ্যাটা শুভ নয়
রাত জাগা থাকা ভয়।

কাহাফেক ১১০৫:

পেটের ক্ষুধায় ছিঁচকে চুরি

পেটের ক্ষুধায় ছিঁচকে চুরি
পুকুর চুরি ধন লোভে
চোরের বাড়ি দালান এখন
রঙিন বাতি ঝাড় শোভে।

এই চোরাদের রঙমহলে
খুঁজতে গেছো মানব-মন
নৈতিকতা পাবে কোথায়
যেথায় শুধু কৃষ্ণ ধন!

বন্ধু তুমি যাও চলে ঐ
ভুখা দুঃখীর জীর্ণ ঘর
দেখতে পাবে আজো হেথায়
মানবতার রূপ-নগর।

কাহাফেক ১১০৬:

এ কার ছবি উঠলো ভেসে

এ কার ছবি উঠলো ভেসে
দরবেশী সাজ-সজ্জা ফুঁড়ে
মানবরূপীর এ কোন স্বরূপ
উন্মোচিত আজ নগরে?

সাধক বলতে কেবল যেনো
জপমালা আর নামের বড়াই
চলছে কেবল উন্মাদনা
মনবতার সবক ছাড়াই।

শুনো সকল নকল সাধক
আখেরাতের বিচার কড়া
সাজ পোষাকে সাজলে সাধু
প্রথম খেপেই পড়বে ধরা।

ধরছো যতোই দরবেশী সাজ
আর বেশী নেই সময় দূরে
জাগছে এখন বীর জনতা
চোরা! তোমায় ফেলবে ধরে।

কাহাফেক ১১০৭:

নব্যধনীর গব্য মনে

নব্যধনীর গব্য মনে
ভব্যতাবোধ নিরুদ্দেশ
টাকার গরম হারিয়ে শরম
আপনজনের বাড়ায় ক্লেশ।

আঙুল ফুলে হয় কলাগাছ
কিম্বা আরো বিশালকায়
হৃদয় কারো ভাঙলে তাদের
কিচ্ছুটি না এসে যায়।

কোন কুঁড়েতে জন্ম তাহার
দিব্যি ভুলার ভান করে
মাটির মানুষ হয়েও মাটি
ছোঁয় না, হেয় জ্ঞান করে।

কাহাফেক ১১০৮:

বলছে মুখে ভালবাসা

বলছে মুখে ভালবাসা
করছে সে কাজ সর্বনাশা।
কথায় প্রেম ও মানবতা
কর্মে প্রকাশ নিষ্ঠুরতা।

মিষ্টি কথায় মহৎ সাজে
কাজের বেলা লোকটা বাজে।
কথার কাজী কাজে নয়
কাজেই আসল পরিচয়।

কাহাফেক ১১০৯:

সময় এখন দুঃসময়ে

সময় এখন দুঃসময়ে
কঠিন অগ্নি পরীক্ষায়
সুদিন আসার সম্ভাবনা
অনিশ্চিত প্রতীক্ষায়।

নাতির মাথায় ছাতি এখন
দাদার মুখে কাদা
হারাম খেকো বলছে এখন
সৎ-কে হারামজাদা।

ও দাদাভাই ও দিদিরা
কও কোথা যে যাই
মরার আগেই কবর খুঁড়ে
রেখেছে জাত ভাই।

কাহাফেক ১১১০:

চমৎকার এ নয় কবিতা

চমৎকার এ নয় কবিতা
বুকের লহু এ যে
দুঃসময়ের বলির খাতায়
আমিও এখন নিজে।

পালের গরু নিত্য এখন
পাল-সখাকে গুঁতায়
বলির কাঠে দেয় চড়িয়ে
সামান্য ছল ছুঁতায়।

সেই সুবাদে নাম যে আমার
উঠলো বলির খাতায়
নাতি পুতি বহুত খুশী
দাদার মনের ব্যথায়।

কাহাফেক ১১১১:

কাজে কথায় মিল নেই

কাজে কথায় মিল নেই
জয় যে তাদের সবখানেই।
গলাবাজের তখতে তাজ
বোবার সবাই শত্রু আজ ।

কাজের সুজন অখ্যাত
কথায় কুজন বিখ্যাত।
মিষ্টি কথায় কাছে ভিড়ে
পালায় শেষে কলজে ছিঁড়ে।

কাহাফেক ১১১২:

ধরা পড়ার ভয় মনে তাই

ধরা পড়ার ভয় মনে তাই
সাধুর বেশে চোর ঘুরে
ভন্ডামি তার চলন বলন
মন জনতার জয় করে।

কেউ বা সাজে হাজী গাজী
কেউ বা মুন্সি মৌলানা
কেউ বা সাজে রুদ্র মালায়
মস্ত ঋষি একখানা।

কেউ বা সাজে বিরাট দাতা
পেটে হজম মন্দ ঋণ
কেউ বা নেতা ভোটে দাঁড়ায়
সামনে নাকি শুভ দিন।

দেশ জনতা ফান্দে এদের
কঠিন এদের ছল ধরা
আসল সাধু দেখলে এরা
উল্টো করে মশকরা।

কাহাফেক ১১১৩:

থাকতে সময় করবো সবে

থাকতে সময় করবো সবে
যা কিছু সব ভালো
সূর্য ডুবে যাবার আগেই
চিনতে হবে আলো।

কিনতে হবে সওদা পাতি
থাকতে হাটের বেলা
হাঠাৎ কখন বাজবে বাঁশি
শেষ হবে সব খেলা।

কাহাফেক ১১১৪:

একটা চোরার এই কাহিনী

একটা চোরার এই কাহিনী
এমন চুরির নেশা
শ্বশুরবাড়ি গিয়েও নাকি
রাখতো বজায় পেশা।

এক সোনারের গল্প এমন
সোনায় দিতো খাদ
মায়ের কানের সোনাও নাকি
যায় নি তাতে বাদ।

স্বার্থ মোহে অন্ধ হলে
নাই যে আপন পর
পাপের নেশায় ধরলে পুড়ে
নিজের বাপের ঘর।

কাহাফেক ১১১৫:

পর কে তোমার

পর কে তোমার ? আত্মীয় কে?
কে শেখাল আপন পর ?
বাবা আদম আদি পিতা
সবাই যে তাঁর বংশধর।

দূরের বলে পর ভেবেছি
হয়তো বা সেই নিকটজন
যে আত্মীয় অনিষ্ট চায়
নয় কি সে খুব দূরের জন ?

সুজন যতোই দূরে থাকুক
আত্মীয় সে আপন জন
স্বার্থ-ঘাতে হর হামেশা
পর হয়ে যায় ঘর-স্বজন।

কাহাফেক ১১১৬:

ভালবাসি বলতে বলতে

ভালবাসি বলতে বলতে
মুখে তুলে ফেনা
স্বার্থটুকু শেষ হলো যেই
স্বরূপটা যায় চেনা।

কাহাফেক ১১১৭:

মিষ্টি জলের ঝর্ণা তুমি

মিষ্টি জলের ঝর্ণা তুমি
ছোট্ট কেন এতো
তাকিয়ে দেখো ওই যে সাগর
বিশাল বিরাট কতো !

ঝর্ণা আমি হই না ছোট
নেই তো মনে দুঃখ
মিষ্ট পানি দিতে পারি
এই তো আমার সুখ।

হোক না সাগর অনেক বড়ো
কী যায় আসে তাতে
পান করেছে সাগর-পানি
কেউ কি পিপাসাতে ?

কাহাফেক ১১১৮:

কারো মনে কষ্ট দিয়ে

কারো মনে কষ্ট দিয়ে
করছো তুমি আনন্দ
আনন্দটা কান্না হবে
দেখে নিয়ো মোহান্ধ ।

মনের সুখে হাসছো তুমি
ঝরিয়ে কারো চোখের জল
তোমার জন্য থাকলো তোলা
সাত নরকে কর্মফল।

কাহাফেক ১১১৯:

পৃথিবীর বুকে কত যে মানুষ

পৃথিবীর বুকে কত যে মানুষ
একজন আজ গেছে চলে
থেমে থেকে নেই কাহারো জীবন
এই একজন নেই বলে।

কেঁদে কিছু লোক ভুলে যাবে শোক
দু চার দিবস পরে
অচিরে সকলে মাতবে আবারো
হাসি গানে বেশি করে।

কাহাফেক ১১২০:

হতাশ কেন ও প্রেয়সী

হতাশ কেন ও প্রেয়সী
ভাবলে কেন আসবো না
ডাকলে তুমি ফিরবো আবার
না এসে তো পারবো না।

ঘুমিয়ে ছিলেম অচিনপুরে
সাত মোড়কে প্রাণ ভ্রমর
ডাকলে বলেই কৃষ্ণ সেজে
এসেছিলেম প্রেম নগর।

নিদমহলে যাচ্ছি আবার
ছেড়ে সাধের বৃন্দাবন
যায় না ফেরা জেনেও আবার
ফিরে আসতে চায় এ মন।

ডাকবে তুমি আসবো ফিরে
থাকবো অধির প্রতীক্ষায়
ফিরবো আবার তোমার ডাকে
সত্যি যদি আসা যায় !

মোঃ কামরুল হাসান ফেরদৌস
e-Mail: kamrulhasan58@yahoo.com
Face Book: Kamrul Hasan Ferdous